কলকাতা ও খুলনার মধ্যে চালু হল ‘বন্ধন এক্সপ্রেস’ : ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এর সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা ও খুলনার মধ্যে চালু হল ‘বন্ধন এক্সপ্রেস'

Posted On: 09 NOV 2017 4:50PM by PIB Kolkata

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আজ ‘বন্ধন এক্সপ্রেস’ নামে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবার একযোগে সূচনা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এই নতুন ট্রেন পরিষেবাটি চালু হল কলকাতা ও খুলনার মধ্যে। এছাড়াও, দু’দেশের মধ্যে দুটি সংযোগ ও যোগাযোগ প্রকল্পেরও সূচনা হল ঐ একই অনুষ্ঠানে। প্রকল্প দুটি হল– ভৈরব ও তিতাস রেল সেতুএবং কলকাতার চিৎপুরে আন্তর্জাতিক রেল যাত্রী টার্মিনাস। নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা হয়। কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজও যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই রেল প্রকল্পগুলির সূচনা উপলক্ষে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন :

“এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই বিশেষ করে, বাংলাদেশের অধিবাসী ভাই-বোনদের আমি নমস্কার জানাই।

কিছুদিন আগেই দুটি দেশেউদযাপিত হয়েছে দুর্গাপূজা, দীপাবলী এবং কালী পূজা মহোৎসব।

উৎসবের এই মরশুমে দুই দেশের অধিবাসীদের আমি শুভেচ্ছা জানাই।

এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আরও একবার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।

আমি আপনাদের সকলেরই সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি যে প্রতিবেশী দেশগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতেই আমি বিশেষভাবে আগ্রহী।

যখনই ইচ্ছা হবে আমরা একে অপরের সাথে আলোচনায় মিলিত হতে পারি, এমনকি একে অপরের দেশ সফরও করতে পারি।

এই সমস্ত কিছুই আমরা নিছক প্রোটোকলের বাঁধনে বেঁধে রাখতে চাই না।

কিছুদিন আগে দক্ষিণ এশীয় উপগ্রহের সূচনা হয় এই ধরনেরই এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।

গত বছর আমরা সকলে মিলিতভাবে এইভাবেই সূচনা করেছিলাম পেট্রাপোল আইসিপি-র।

আমি আরও খুশি এই কারণে যে আমাদের পারস্পরিক সংযোগ ও যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির আজসূচনা আমরা একসঙ্গে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেই সম্পন্ন করছি।

সংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছি এক দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অন্য দেশের জনসাধারণের সংযোগ ও যোগাযোগের প্রসারের ওপর।

আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনাসের যে উদ্বোধন আজ অনুষ্ঠিত হল তাতে কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং আজ থেকে চালু হওয়া কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেসের যাত্রীদের যথেষ্ট সুবিধা হবে।

এর ফলে, শুধুমাত্র শুল্ক এবং অভিবাসন সম্পর্কিত কাজেরই অনেক সুবিধা হবে তাই নয়, যাত্রার সময়ও কমে যাবেতিন ঘন্টার মতো।

মৈত্রী এবং বন্ধন – দুটিই হল রেলের সুযোগ-সুবিধা প্রসারের দুটি ভিন্ন ভিন্ন নাম যা একই সঙ্গে আমাদের মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনার প্রতিফলক বটে।

যখনই আমি দু'দেশের মধ্যে সংযোগ ও যোগাযোগ সম্পর্কে কোন বক্তব্য পেশ করি, তখনই ১৯৬৫-র আগে দু'দেশের মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল তার একটি ছবি আমার মানশ্চক্ষে ভেসে ওঠে।

আমার খুশির আরেকটি বিশেষ কারণ হল যে ঠিক ঐ লক্ষ্যেই আমরা একটু একটু করে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি।

আজ আমরা দুটি রেল সেতুরও উদ্বোধন করেছি। প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে নির্মিত এই সেতু বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার এক বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে উঠতে পারা ভারতের পক্ষে এক গর্বের বিষয়।

আমি আনন্দিত যে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হারে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো অর্থ সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, তার আওতায় নির্মীয়মান প্রকল্পগুলির কাজ বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলেছে।

উন্নয়ন ও যোগাযোগ পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি বিষয়। আমাদের এই দুটি দেশের মধ্যে বহু প্রাচীন যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাকে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে আজ আমরা আরও বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেলাম।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা যদিএইভাবেইপারস্পরিক সম্পর্কের প্রসার ঘটিয়ে যেতে পারি এবং দু'দেশের জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়ে ওঠে, তাহলে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক নতুন শিখরে আমরা নিশ্চিতভাবেই আরোহণ করতে পারব।

এই কাজে সহযোগিতার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাজি এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়জির আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আগ্রহের প্রতিফলন আজ আমরা লক্ষ্য করেছি।

ধন্যবাদ।"

(Release ID: 1508802) Visitor Counter : 7